বাংলাদেশ ক্যাথলিক ছাত্র আন্দোলন (বিসিএসএম) -এর
নীতিমালা (প্রস্তাবিত পরিবর্তন সমূহ)

১. অবতরণিকাঃ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, তিনিই সর্বশক্তিমান, প্রেরণাদানকারী, অপার কৃপাময় এবং সকল যুবক-যুবতীদের তাঁরই ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে আমরা বাংলাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বাংলাদেশ কাথলিক ছাত্র আন্দোলন (বিসিএসএম) (Bangladesh Catholic Students' Movement, BCSM) -এর এই নীতিমালা ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৪ তারিখে প্রণয়ন করি এবং আর্ন্তজাতিক কাথলিক ছাত্র আন্দোলন (International Movement of Catholic Students', IMCS) এশিয়ান দল (Asia Pacific, AP) কর্তৃক উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীরা নটর ডেম কলেজ, ঢাকায় ২০-২৪শে অক্টোবর, ১৯৯১ তারিখে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আন্দোলনের শুভ সূচনা করি, এটি একটি জাতীয় -অরাজনৈতিক এবং বাংলাদেশের ক্যাথলিক ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন।

২. নাম ও লোগোঃ

২.১ নাম: এই আন্দোলনের নাম হবে "Bangladesh Catholic Students' Movement" সংক্ষিপ্তভাবে BCSM বাংলায় "বাংলাদেশ কাথলিক ছাত্র আন্দোলন"।

২.২ লোগো: এই আন্দোলনের একটি নিজস্ব শিল্ড আকৃতির লোগো আছে, যেখানে বই হচ্ছে জ্ঞানের প্রতীক, কবুতর শান্তির প্রতীক, অক্ষরগুলির মধ্যখানে ক্রুশটি নির্দেশ করে কাথলিক ছাত্রছাত্রীরা আমাদের খ্রিস্টের নামে একতাবদ্ধ । লোগোটি হবে সাদা কালো যা প্রতিটি ইউনিটে অক্ষুন্ন থাকবে।

৩. ঠিকানা:

বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্টস্ মুভমেন্ট (বিসিএসএম)

২, আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭

সিবিসিবি সেন্টার,
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ই-মেইল ঃ bcsmbd@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.bcsmbd.org

৪. ভিত্তি ঃ

এই আন্দোলন ২০-২৪ অক্টোবর, ১৯৯১ তারিখে, নটর ডেম কলেজ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। উক্ত সম্মেলনে আর্ন্তজাতিক কাথলিক ছাত্র আন্দলোন (International Movement of Catholic Students', IMCS) এর এশিয়ান দল (Asia Pacific, AP) উপস্থিত ছিল।

৫. অবস্থান ঃ

"বিসিএসএম" বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) কর্তৃক কাথলিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৯৪ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান কাউন্সিল'- এর মাধ্যমে এটি IMCS Asia-Pacific -এর পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে এবং পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক আইএমসিএস (IMCS International) এর পূর্ণ সদস্যপদ

অর্জনে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক কাথলিক ছাত্র আন্দোলন (International Movement of Catholic Students') একটি আন্তর্জাতিক ছাত্র সংগঠন হিসেবে ভাতিকান কর্তৃক স্বীকৃত। পরামর্শদায়ক/ উপদেশক হিসেবে ইউনেস্কো (UNESCO) সংস্থায় পদমর্যাদা-বি (Status-B) এবং জাতিসংঘের (United Nations) 'ইকোসক' (ECOSOC) সংস্থায় পদমর্যাদা-২ (Status - II) হিসেবে স্বীকৃত।

৬. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

৬.১. বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কোন স্বীকৃত সম-পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত খ্রিস্টান ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক এবং সামাজিক মঙ্গল সাধন।

৬.২. খ্রিস্টিয় মূল্যবোধ অন্তরে অনুধাবন এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়া।

৬.৩. খ্রিস্টান ছাত্রছাত্রীদেরকে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা।

৬.৪. সমাজে খ্রীস্টিয় আদর্শ স্থাপনে উৎসাহী করা।

৬.৫. মন্ডলী এবং অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরহিতব্রতী যুব সমাজ, সামাজিক এবং শিক্ষা অথবা সংগঠনগুলোর সাথে সহযোগিতা ও সহ-মর্মিতা পূর্ণভাবে একযোগে কাজ করা।

৬.৬. 'খ্রিস্টান' হওয়ার অর্থ বুঝা এবং খ্রীস্টান হিসেবে যোগাযোগ ও সামাজিক গঠনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন।

৬.৭. খ্রিস্ট বিশ্বাসের স্বাক্ষ্য হওয়া।

৬.৮. নব-বাণী প্রচার (Neo-evangelization) কাজে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা।

৬.৯. অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।

৬.১০. ছাত্রছাত্রী এবং যুবাদেরকে বিভিন্ন জাতীয় এবং সামাজিক ইস্যু (Issue) তে সচেতনভাবে বেড়ে ওঠা এবং জাতি গঠন কাজে খ্রিস্টিয় মানসিকতায় সাড়া দিতে উৎসাহিত করা।

৬.১১. ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সদস্যদের গভীর বিশ্বাসী হিসেবে বেড়ে ওঠা এবং তাদের জীবন মান উন্নত করতে বিভিন্ন গঠন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬.১২. বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র সংগঠনের সাথে সংলাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

৬.১৩. বিসিএসএম'র (BCSM) নীতিমালা মেনে চলা।

৬.১৪. ছাত্রছাত্রী এবং যুবাদেরকে বিভিন্ন জাতীয় এবং সামাজিক ইস্যু (Issue) তে সচেতনভাবে বেড়ে ওঠা এবং জাতি গঠন কাজে খ্রিস্টিয় মানসিকতায় সাড়া দিতে উৎসাহিত করা।

৬.১৫. ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সদস্যদের গভীর বিশ্বাসী হিসেবে বেড়ে ওঠা এবং তাদের জীবন মান উন্নত করতে বিভিন্ন গঠন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬.১৬. বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র সংগঠনের সাথে সংলাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

৭. কর্ম এলাকাঃ

বাংলাদেশ কাথলিক মন্ডলীর ৮টি ধর্মপ্রদেশ খুলনা, দিনাজপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ধর্মপ্রদেশ ও চট্টগ্রাম এবং ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে এই আন্দোলন তার কার্য পরিচালনা করবে।

৮. গঠণ প্রণালী ঃ

৮.১ **কেন্দ্রীয় পরিষদ (Central Committee):** নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ এবং প্রতি ধর্মপ্রদেশ থেকে ২জন করে প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হবে এবং তারা সদস্য-সদস্যাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। তাদের কাথলিক এবং পূর্ণ সদস্য/সদস্যা হতে হবে। ন্যূনতম এক বছরের ইউনিট/ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বরত হতে হবে।

৮.২ **জাতীয় সমন্বয়কারী পরিষদ (National Coordination Team):** ৩/৭/৯ সদস্য-বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ জাতীয় আন্দোলনের (National Movement) সকল ধরনের প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তারা কেন্দ্রীয় পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। কাথলিক ও পূর্ণ সদস্য/সদস্যা হতে হবে। ইউনিট/ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে প্রতিনিধি হিসাবে কমপক্ষে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৮.৩ পরিষদসমূহ(Committees) ঃ
ক) **নির্বাহী পরিষদঃ** নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ঃ
১. সভাপতি
২. সাধারণ সম্পাদক
৩. সাংগঠনিক সম্পাদক
৪. কোষাধক্ষ্য
৫. প্রকাশনা সম্পাদক
৬. সদস্য
৭. সদস্য

৮.৪ নির্বাহী পরিষদে আসার যোগ্যতাঃ
ক) পূর্ণ কাথলিক এবং কমপক্ষে ২ বছরের পূর্ণ সদস্য/সদস্যা হতে হবে।
খ) ইউনিট/ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে প্রতিনিধি হিসাবে কমপক্ষে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
গ) বিসিএসএম আয়োজিত অন্তত একটি খ্রিষ্টীয় নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় সম্মেলন/সমাবেশে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
ঘ) অন্য সংগঠনের মূল দায়িত্ব(সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধক্ষ্য) থাকতে পারবে না।

৮.৫ নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকালঃ
ক) নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল থাকবে দুই বছর।
খ) দুইবারের বেশী কার্যকরী পরিষদে কেউ থাকতে পারবেনা। তবে সভার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে নির্বাহী সদস্যরা যেকোন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে।
গ) পূর্ববর্তী নির্বাহী পরিষদের ২/৩জন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাহী পরিষদে দায়িত্ব পালন করবে।

৮.৬ **কেন্দ্রীয় পরিষদঃ** কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নির্বাহী কমিটি এবং স্ব স্ব ধর্মপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি (প্রতি ধর্মপ্রদেশ থেকে ২ জন করে)। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতি তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য পর পর দুই মিটিং অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল করা হবে।

নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে আসার যোগ্যতাঃ
ক) কাথলিক এবং পূর্ণ সদস্য/সদস্যা হতে হবে।
খ) ইউনিট/ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে প্রতিনিধি হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
গ) বিসিএসএম আয়োজিত অন্তত একটি খ্রিষ্টীয় নেতৃত্ব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৯) নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

৯.১ নির্বাহী কমিটি প্রতি তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সকল সদস্য, পরিষদসমূহ এবং ইউনিট/দলের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের (simply majority) ভোটের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
৯.২ নির্বাহী পরিষদ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে কার্যক্রম/ প্রকল্প গ্রহণ করবে।

৯.৩ নির্বাহী পরিষদ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং বার্ষিক জাতীয় সমাবেশে (National Assembly, NA) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৯.৪ নির্বাহী পরিষদ হিসাব খোলার জন্য একটি ব্যাংক মনোনীত করবে।

৯.৫ নির্বাহী পরিষদ বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করবে।

৯.৬ নির্বাহী পরিষদ আন্দোলনের সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি দেখা-শুনা করবে।

৯.৭ গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপ কমিটি গঠন করে দায়িত্ব অর্পন করবে।

৯.৮ জাতীয় কার্যক্রমে (program) প্রতিনিধি (delegate) নির্বাচন করবে।

৯.৯ কোন কারণে নির্বাহী পরিষদে শূন্যপদ সৃষ্টি হলে পূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে উক্ত শূন্যপদের জন্য একজনকে কো-অপ্ট (co-opt) করবে। এই নিয়োগ পরবর্তী কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় পাশ করতে হবে। কো-অপ্ট সদস্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

ক) ধর্মপ্রদেশীয় চ্যাপলেইন কর্তৃক নাম প্রস্তাব করা হবে।

খ) জাতীয় সমন্বয়কারী পরিষদ কর্তৃক নাম প্রস্তাব করা হবে।

গ) মহামান্য বিশপ এবং জাতীয় চ্যাপলেইন প্রস্তাবিত নাম থেকে একজনকে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।

৯.১০ নির্বাহী পরিষদ জাতীয় সমাবেশ ও বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবে।

৯.১১ প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের সাথে যৌথ সভা আহ্বান করবে।

৯.১২ প্রয়োজনে আন্দোলনের কার্যক্রমকে সচল রাখতে খন্ড-কালীন বা পূর্ণ-কালীন কর্মী নিয়োগ দিবে।

১০. চ্যাপলেইন (Chaplain)

নির্বাহী পরিষদ 'বাংলাদেশে কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি)'র কাছে অনুরোধ জানাবে আন্দোলনের জন্য একজন চ্যাপলেইন নিয়োগ দিতে (সাধারণভাবে একজন পুরোহিতই চ্যাপলেইন হবেন, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অ-যাজক (Lay Person) এ দায়িত্বে নিয়োগ পেতে পারে)।

চ্যাপলেইনের ভূমিকা নিম্নরূপঃ
১০.১. চ্যাপলেইন খ্রিস্টীয় জীবনের আলোকে, এবং আন্দোলনের কার্যক্রম ও নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে 'বিসিএসএম' এবং 'আইএমসিএস' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের অভীষ্ট অর্জনে সদস্যদের এবং নির্বাহী পরিষদকে অবিরামভাবে সাহায্য করবেন।
১০.২ বিসিএসএম এর চ্যাপলেইন সিবিসিবি দ্বারা নিযুক্ত হবেন, যিনি নানাবিধ আদর্শ এবং খ্রিস্টিয় জীবনবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা অনুসারে সদস্যদের মানবিক ও আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সর্বদা সাহায্য করবেন।
১০.৩ তিনি সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের খিস্টিয় জীবন-যাপনে উৎসাহিত ও সেবামূলক নেতৃত্ব প্রদানে সহযোগিতা করবেন।
১০.৪ তিনি কর্ম পরিকল্পনায় এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। উপরন্তু তিনি মন্ডলীর প্রধানদের সাথে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন।

১১. সভাপতির দায়িত্ব ঃ

সভাপতি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে বিসিএসএম-এর সকল কাজ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি নির্বাহী পরিষদ, কেন্দ্রীয় পরিষদ, জাতীয় সমাবেশ (NA) এবং বিশেষ সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি মহা সচিবের মাধ্যমে নির্বাহ কমিটির সভা আহ্বান করবেন। প্রয়োজনে তিনি নিজে বিশেষ সভা আহ্বান করবেন। তিনি সকল চেক ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

১২. সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

মহা সচিব সভার বিবরণী লিখবেন এবং বিসিএসএম -এর সকল দলিল, সম্পত্তি এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদের মাসিক সভা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করবেন। সব ধরনের প্রশাসনিক কাজের বিষয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং বিসিএসএম -এর জাতীয় সমাবেশে (NA) বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

১৩. সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

সাংগঠনিক সচিব সব ধরনের কাজে মহা সচিবকে সহায়তা প্রদান করবেন। তিনি নতুন সদস্য-সদস্যাদের জন্য পরিচিতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন এবং ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১৪. কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ঃ

অর্থ সচিব সব ধরনের অর্থ গ্রহণ করবেন এবং তা ব্যাংকে জমা রাখবেন। তিনি বিসিএসএম -এর সব ধরনের অর্থ লেন-দেন হিসাব, অর্থ আদান-প্রদানের নথি সংরক্ষণ করবেন এবং জাতীয় সমাবেশে (NA) অর্থ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। প্রতিটি

কার্যক্রমের পর তিনি অর্থের লেন-দেনের হিসাব নির্বাহ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। তিনি চেক স্বাক্ষর করবেন এবং অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ও সদস্য-সদস্যাদের নাম সংরক্ষণের বিষয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত।

১৫. প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

বিসিএসএম বার্তা প্রকাশ করবেন। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিউজ লেটার প্রকাশ করবেন।

১৬. নির্বাহী কমিটির সদস্য-সদস্যাদের দায়িত্ব ঃ

নির্বাহী কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ উপ-পরিষদের কার্যাবলীর অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করবেন। তারা নির্বাহী পরিষদের সকল সভায়, জাতীয় সমাবেশ(NA) এবং বিশেষ সাধারণ সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। তারা উপ-কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৭. উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council): বিশপকে আহবায়ক ও চ্যাপলেইনকে সচিব করে অন্য ৫ জন সদস্য (যাজক/প্রচারক সম্প্রদায়ভুক্ত হলে ভাল) নিয়ে মোট ৭ জন সদস্য-বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি নির্বাহী কমিটি এবং বর্তমান উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক গঠিত হবে। উপদেষ্টা পরিষদ আন্দোলনের কর্ম-পরিকল্পনা, যোগাযোগ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তিতে (Decision) সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৭.১ উপদেষ্টামন্ডলীর যোগ্যতা ঃ
ক) তাদেরকে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে;

খ) তিনি মন্ডলী এবং সামাজে প্রতিশ্রুতিবান থাকবেন;

গ) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাথে ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা থাকবে;
ঘ) বিসিএসএম সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে;

১৮. সভা ঃ চার ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে-

১৮.১. নির্বাহী পরিষদের সভা ঃ নির্বাহী পরিষদ নিম্নলিখিত সভায় মিলিত হবেঃ
১৮.১.১ মাসিক সভা: নির্বাহী পরিষদ প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। আলোচ্যসূচি (agenda) সহ সভার নোটিশ সাত দিন পূর্বে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিলি করতে হবে। সাধারণ সংখ্যাধিক্যের উপস্থিতিকেই সভার কোরাম (Quorum) বলে বিবেচিত হবে।
১৮.১.২ জরুরি সভা: নির্বাহী পরিষদের জরুরি সভা চব্বিশ (২৪) ঘন্টা পূর্ব নোটিশে আহ্বান করা যাবে। এধরনের সভার জন্য কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না। তবে এ মিটিং-য়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তী মাসিক সভায় অনুমোদন নিতে হবে।
১৮.১.৩ স্থগিত (postponed) সভা: যদি কোন বিশেষ কারণে বা কোরাম সংকটের কারণে সভা সংঘটিত না হয় তবে সভা মুলতবি ঘোষিত হবে। মুলতবিকৃত সভা পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে একই আলোচ্যসূচি নিয়ে সম্পাদন করতে হবে। এই সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন নেই।

১৮.২ কেন্দ্রীয় পরিষদের সভা: কেন্দ্রীয় পরিষদ বছরে অন্তত দুইবার সভায় মিলিত হবে। তা বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রামে এবং
সুবিধামত বছরের যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচ্যসূচি (agenda) সহ সভার নোটিশ পনের (১৫) দিন পূর্বে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিলি করতে হবে। সাধারণ সংখ্যাধিক্যের উপস্থিতিকেই সভার কোরাম (Quorum) বলে বিবেচিত হবে।

১৮.৩) সাধারণ সভা ঃ

জাতীয় সমাবেশ (National Assembly, NA): বিগত বৎসরে যাপিত জীবন ও বিসিএসএম -এর সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিরীক্ষণের লক্ষ্যে প্রতি আর্থিক বৎসরে একবার জাতীয় সমাবেশ (NA) অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট স্থান, তারিখ, সময় ও আলোচ্যসূচি (agenda) সহ জাতীয় সমাবেশ (NA) এর নোটিশ একুশ (২১) দিন পূর্বে সদস্যদের মধ্যে বিলি করতে হবে। সাধারণ সংখ্যাধিক্যের উপস্থিতিকেই সভার কোরাম (Quorum) বলে বিবেচিত হবে। উপস্থিত সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভোটের মাধ্যমেই কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

জাতীয় সমাবেশ (NA) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হবে ঃ
- পূর্ববর্তী জাতীয় সমাবেশ(NA) বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
- বার্ষিক কার্যবিবরণী নীরিক্ষা ও অনুমোদন
- আর্থিক হিসাবের অনুমোদন
- নীতিমালার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদন
- বিবিধ কোন বিষয় থাকলে তা আলোচনা
- নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান (নির্বাচনী বৎসর হলে)

১৮.৪ বিশেষ সাধারণ সভাঃ

ক) নির্বাহী পরিষদের পনের (১৫) দিনের আগাম নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ সভার জন্য মোট সদস্যের ৫ ভাগের ২ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিকে কোরাম বলে গণ্য করা হবে। উপস্থিত সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভোটের মাধ্যমেই কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

খ) যদি বিসিএসএম কার্যক্রমে স্থবির অবস্থা বিরাজিত থাকে তবে চ্যাপলেইন উপদেষ্টা পরিষদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারেন।

১৯. নির্বাচন ঃ

মনোনয়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে কার্যকরী পরিষদের নতুন কমিটিকে নির্ধারণ করা হবে। যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে মনোনয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন কমিটি নির্ধারণ করা না যায় সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেঃ

১৯.১. দুই বছর পর পর নির্বাহী পরিষদ এর নির্বাচন একবার অনুষ্ঠিত হবে।
১৯.২. নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ জাতীয় সমাবেশ (NA) পূর্ণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং ধর্মপ্রদেশীয় সদস্যগণ ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিদের আহূত ধর্মপ্রদেশীয় স্তরের সভায় নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সহায়তায় নির্বাচিত হবে। এই সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সমাবেশ (NA) অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে (নির্বাচনী বৎসরে)।
১৯.৩. নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে তিন মাস আগে জীবন বৃত্তান্ত জাতীয় কার্যকরী পরিষদে পাঠাতে;
১৯.৪ প্রার্থীর নাম অবশ্যই পূর্ণ সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হতে হবে।
১৯.৫. ভোট হবে মোট ৮টি। প্রতিটা ধর্মপ্রদেশ একটি করে ব্যালট পেপারে ৭জনের নাম লিখে ভোট প্রদান করবে;
১৯.৬. সংখ্যাধিক্য ভোটে কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবে;
১৯.৭. বিসিএসএম আয়োজিত অন্তত একটি খ্রিষ্টীয় নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় সম্মেলন/সমাবেশে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১৯.৮. নির্বাচন কমিটি কতৃর্ক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং মহামান্য বিশপ, নির্বাহী পরিষদের চ্যাপলেইন এবং একজন উপদেষ্টা মিলে এই কমিটি গঠন করবে। তাদের মধ্যে একজন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন।
১৯.১১. নির্বাচন কমিটি হবে তিন সদস্য-বিশিষ্ট্য এবং ও
১৯.১২. নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২০. অর্থের উৎসঃ

২০.১ সদস্যদের ভর্তি ফি এবং বার্ষিক চাঁদা
২০.২ দান, অনুদান এবং নিবন্ধন ফি
২০.৩ অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম

২১. ব্যাংক হিসাব পরিচালনাঃ

Bangladesh Catholic Students' Movement নামে বাংলাদেশের যে কোন একটি তালিকাভুক্ত (scheduled) ব্যাংকে হিসাব খোলা আছে। সব ধরনের লেন-দেন ৩ জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে, যথা- সভাপতি, অর্থ সচিব এবং চ্যাপলেইন।

২২. হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষাঃ

২২.১ আন্দোলনের প্রাপ্তি, প্রদান এবং ব্যয়ের হিসাব এবং ইহার সম্পদ নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংরক্ষণ করবেন।
২২.২ আয়-ব্যয় ও স্থিতি পত্রের একটি প্রতিবেদন প্রতি অর্থ বৎসরে প্রস্তুত করে তা তালিকাভুক্ত/ চিহ্নিত (recognize) হিসাব রক্ষক দ্বারা অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

২২.৩ প্রতিটি কার্যক্রমের পর হিসাব প্রতিবেদন নির্বাহী কমিটিতে দাখিল করতে হবে।

২২.৪ ১০০০.০০ টাকার উর্ধ্বে প্রতিটি খরচের জন্য নির্বাহী পরিষদের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।

২৩. ধর্মপ্রদেশীয় পরিষদ (Diocesan Committee): ধর্মপ্রদেশীয় সদস্য-সদস্যাগণ ৫ জন প্রতিনিধি (Representative) বাছাই করে একটি কার্য-নির্বাহী পরিষদ গঠন করবে। ধর্মপ্রদেশীয় কমিটি একজন চ্যাপলেইন এবং উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে যাদের স্ব স্ব ধর্মপ্রদেশের বিশপ মনোনয়ন/অনুমোদন দিবেন। এই কমিটি স্থানীয় ধর্মপ্রদেশীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তারা বিভিন্ন ইউনিট/দলের মাধ্যমে অথবা ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত বর্তমান/বিদ্যমান কোন সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করবে। বিভিন্ন ইউনিট/দল বা সংগঠনগুলোর মধ্যে তারা সমন্বয় সাধন ও অনুপ্রাণিত/উন্নতিবিধান করবে। তারা নির্বাহী কমিটি ও অন্যান্য স্বতন্ত্র আন্দোলনের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

২৩.১ কাথলিক ও পূর্ণ সদস্য/সদস্যা হতে হবে;
২৩.২ ইউনিট/ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে প্রতিনিধি হিসাবে কমপক্ষে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
২৩.৩ অনার্স পর্যায়ে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনারত শিক্ষার্থী হতে হবে;
২৩.৪ নেতৃত্ব বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে হবে;

২৪. ধর্মপ্রদেশীয় কার্যকরী পরিষদের দায়িত্বঃ

২৪.১ ধর্মপ্রদেশীয় পরিষদের সদস্যগণ ধর্মপ্রদেশের সদস্য-সদস্যা, ছোট দল, যুব সমন্বয়কারী এবং বিশপের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত;
২৪.২ তাঁরা ধর্মপ্রদেশীয় ছোট দল, সদস্যদের সমন্বয় করবেন এবং ধর্মপ্রদেশীয় কার্যক্রমের প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ করবেন;
২৪.৩ তারা ধর্মপ্রদেশের জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং তা বাস্তবায়নের পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমোদন নিবে;
২৪.৪ তারা ধর্মপ্রদেশীয় স্তরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে;
২৪.৫ নিয়মিত অবশ্যই কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকবেন;

২৫. ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিঃ
দুই বছরের জন্য ধর্মপ্রদেশীয় কার্যকরী পরিষদ থেকে ২জন ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হবেন। তারা ধর্মপ্রদেশের হয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের বিভিন্ন ধরণের সভায় প্রতিনিধিত্ব করবে। তবে কেউ ব্যক্তিগত কারণে কেউ অব্যহতি নিলে ধর্মপ্রদেশীয় কার্যকরি পরিষদ নতুন ভাবে একজনকে নিয়োগ দিবে।

২৫.১ ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা:

২৫.১.১ কাথলিক এবং পূর্ণ সদস্য/সদস্যা হতে হবে;
২৫.১.২ ইউনিট পর্যায়ে প্রতিনিধি হিসাবে কমপক্ষে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
২৫.১.৩ অনার্স পর্যায়ে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনারত শিক্ষার্থী হতে হবে;

২৬. ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিদের দায়িত্বঃ

২৬.১. ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিগণ ধর্মপ্রদেশীয় সদস্য-সদস্যা, ছোট দল, যুব সমন্বয়কারী এবং বিশপের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
২৬.২. তাঁরা ধর্মপ্রদেশীয় ছোট দল, সদস্যদের সমন্বয় করবেন এবং ধর্মপ্রদেশীয় কার্যক্রমের প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ করবেন।
২৬.৩. তারা ধর্মপ্রদেশের জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং তা বাস্তবায়নের পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমোদন নিবে।
২৬.৪. তারা ধর্মপ্রদেশীয় স্তরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং নিয়মিত অবশ্যই কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকবেন।

২৮. ধর্মপ্রদেশীয় চ্যাপলেইনঃ

ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ ধর্মপ্রদেশের বিশপের কাছে অনুরোধ জানাবে আন্দোলনের জন্য একজন চ্যাপলেইন নিয়োগ দিতে (সাধারণভাবে একজন পুরোহিতই চ্যাপলেইন হবেন, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অ-যাজক (Lay Person) এ দায়িত্বে নিয়োগ পেতে পারে)। তবে তাকে অবশ্যই বিসিএসএম'র সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ধর্মপ্রদেশীয় চ্যাপলেইনের ভূমিকা নিম্নরূপঃ
২৮.১. চ্যাপলেইন খ্রিস্টীয় জীবনের আলোকে, এবং আন্দোলনের কার্যক্রম ও নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে 'বিসিএসএম' এবং 'আইএমসিএস' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের অভীষ্ট অর্জনে সদস্যদের এবং নির্বাহী পরিষদকে অবিরামভাবে সাহায্য করবেন।
২৮.২. ধর্মপ্রদেশীয় বিসিএসএম এর চ্যাপলেইন ধর্মপ্রদেশের বিশপ দ্বারা নিযুক্ত হবেন, যিনি নানাবিধ আদর্শ এবং খ্রিস্টিয় জীবনবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা অনুসারে সদস্যদের মানবিক ও আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সর্বদা সাহায্য করবেন।
২৮.৩. তিনি সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের খিস্টিয় জীবন-যাপনে উৎসাহিত ও সেবামূলক নেতৃত্ব প্রদানে সহযোগিতা করবেন।
২৮.৪. তিনি কর্ম পরিকল্পনায় এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। উপরন্তু তিনি মন্ডলীর প্রধানদের সাথে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন।

২৯. ধর্মপ্রদেশীয় উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council):
বিশপকে আহবায়ক ও চ্যাপলেইনকে সচিব করে অন্য ৫ জন সদস্য (যাজক/প্রচারক সম্প্রদায়ভুক্ত হলে ভাল) নিয়ে মোট ৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি নির্বাহী কমিটি এবং বর্তমান উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক গঠিত হবে। উপদেষ্টা পরিষদ আন্দোলনের কর্ম-পরিকল্পনা, যোগাযোগ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তিতে (উবপরংরড়হ) সহযোগিতা প্রদান করবে।

২৯.১. ধর্মপ্রদেশীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠনঃ
বিশপকে প্রধান করে, একজন যাজক/ব্রাদার, প্রাক্তন বিসিএসএম এর দুইজন সদস্য, একজন নারী সদস্যকে (সিস্টারও হতে পারে) নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।
ক) ধর্মপ্রদেশীয় বিসিএসএম উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য করার জন্য বিশপের কাছে প্রস্তাবনা দিবেন;
খ) বিশপ উপদেষ্টাদের নিয়োগ এর চিঠি প্রদান করবেন;

২৯.২. উপদেষ্টামন্ডলীর যোগ্যতা ঃ
ক) তাদেরকে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে;
খ) তিনি মন্ডলী এবং সামাজে প্রতিশ্রুতিবান থাকবেন;
গ) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাথে ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা থাকবে;
ঘ) বিসিএসএম এর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হতে হবে;

৩০. ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ
৩০.১. ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সকল সদস্য, পরিষদসমূহ এবং ইউনিট/দলের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের (simply majority) ভোটের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
৩০.২. ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে কার্যক্রম/ প্রকল্প গ্রহণ করবে।
৩০.৩. ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং বার্ষিক ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশে (Diocesan Assembly, DA) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
৩০.৪. ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ হিসাব খোলার জন্য একটি ব্যাংক মনোনীত করবে;
৩০.৫. ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ কার্যক্রমের জন্য বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করবে;
৩০.৬. ইউনিটকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে;
৩০.৭. ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্যপদের জন্য আবেদন, সদস্যপদ বাতিল ও নবায়নের বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
৩০.৮. ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ ধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়ের সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি দেখা-শুনা করবে।
৩০.৯. গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপ কমিটি গঠন করে দায়িত্ব অর্পন করবে।
৩০.১০. জাতীয় কার্যক্রমে (program) প্রতিনিধি (delegate) নির্বাচন করবে।

৩০.১১. কোন কারণে ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদে শূন্যপদ সৃষ্টি হলে পূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে উক্ত শূন্যপদের জন্য একজনকে কো-অপ্ট (co-opt) করবে। এই নিয়োগ পরবর্তী ধর্মপ্রদেশীয় পরিষদের সভায় পাশ করতে হবে। কো-অপ্ট সদস্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

ক) ইউনিট চ্যাপলেইন কর্তৃক নাম প্রস্তাব করা হবে।
খ) ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নাম প্রস্তাব করা হবে।
গ) ধর্মপ্রদেশীয় উপদেষ্টা প্রস্তাবিত নাম থেকে একজনকে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।

৩০.১২. নির্বাহী পরিষদ ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশ ও বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবে।
৩০.১৩. প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের সাথে যৌথ সভা আহ্বান করবে।

৩১. নির্বাচনঃ
মনোনয়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ধর্মপ্রদেশীয় কার্যকরী পরিষদের নতুন কমিটিকে নির্ধারণ করা হবে। যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে মনোনয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন কমিটি নির্ধারণ করা না যায় সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেঃ

৩১.১. এক বছর পর পর নির্বাহী পরিষদ এর নির্বাচন একবার অনুষ্ঠিত হবে।
৩১.২. নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশ (DA) পূর্ণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং ধর্মপ্রদেশীয় সদস্যগণ ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিদের আহূত ধর্মপ্রদেশীয় স্তরের সভায় নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সহায়তায় নির্বাচিত হবে।
৩১.৩. নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে তিন মাস আগে জীবন বৃত্তান্ত ধর্মপ্রদেশীয় কার্যকরী পরিষদে পাঠাতে হবে;
৩১.৪ প্রার্থীর নাম অবশ্যই পূর্ণ সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হতে হবে।
৩১.৫. প্রতিটা ইউনিট থেকে একটি করে ব্যালট পেপারে ৫জনের নাম লিখে ভোট প্রদান করবে;
৩১.৬. সংখ্যাধিক্য ভোটে কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিক হবে;
৩১.৭. কেবলমাত্র পূর্ণ সদস্যগণ (নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে) যাঁরা বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত একটি বা বিশেষ সময় পর্যন্ত পরিশোধ করেছেন তাঁরাই নির্বাহী পরিষদ ও ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।
৩১.৮. নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি প্রার্থীগণ একই পদের জন্য পরপর দু'বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতে পারে।
৩১.৯. গোপন ব্যালট কাগজের (ballot paper) মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
৩১.১০. নির্বাচন কমিটি কতৃর্ক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই কমিটি বয়জ্যেষ্ঠ্য বন্ধু, উপদেষ্টা, সু পরামর্শদাতা বা অন্য কোন মাননীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নির্বাচনের পূর্বেই এই কমিটি গঠন করতে হবে।
৩১.১১. নির্বাচন কমিটি হবে তিন সদস্য-বিশিষ্ট্য এবং তাঁদের মধ্য থেকে একজন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন যিনি উক্ত কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।
৩১.১২. নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩২. ইউনিট প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

৩২.১.১. ইউনিট পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিবেন;
৩২.১.২. বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন ধর্মপ্রদেশ এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণ করবেন;
৩২.১.৩. ইউনিট পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
৩২.১.৪. ইউনিট পর্যায়ে স্টাডি সেশনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;
৩২.১.৫. সদস্য-সদস্যা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবেন;
৩২.১.৬. ইউনিটের জন্য বাৎসরিক পরিকল্পনা করবেন;
৩২.১.৭. বাৎসরিক পরিকল্পনানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

৩২.২. ইউনিট প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতাঃ
৩২.২.১. কাথলিক এবং পূর্ণ সদস্য/সদস্যা হতে হবে;
৩২.২.২. ইউনিট পর্যায়ে কমপক্ষে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৩৩. ইউনিট চ্যাপলেইন ঃ

ইউনিট প্রতিনিধিগণ ধর্মপ্রদেশীয় চ্যাপলেইনের কাছে অনুরোধ জানাবে আন্দোলনের জন্য একজন চ্যাপলেইন নিয়োগ দিতে (সাধারণভাবে একজন পুরোহিতই চ্যাপলেইন হবেন, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অ-যাজক (Lay Person) এ দায়িত্বে নিয়োগ পেতে পারে)। তবে তাকে অবশ্যই বিসিএসএম'র সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩৪. সাধারণ সদস্য-সদস্যাদের দায়িত্ব কর্তব্য ঃ

ক) সহযোগী সদস্যঃ সহযোগী সদস্যগণ আন্দোলনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং নিজ নিজ বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল। তার ভোটাধিকার থাকবে না এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। তিনি হিসাব সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারবেন এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন ও সদস্য-সদস্যা তালিকা নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সম্ভব হলে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে (program) অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

খ) পূর্ণ সদস্য: পুর্ণ সদস্যগণ আন্দোলনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং নিজ নিজ বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল। তার ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তিনি কোন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারেন এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন ও সদস্য-সদস্যা তালিকা নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আন্দোলন কর্তৃক গৃহীত যে কোন ধরনের কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য তিনি যে কোন উপ-পরিষদ থেকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন। সম্ভব হলে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে (program) অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

গ) সম্মানিত/পদাধিকারী সদস্য: সম্মানিত/পদাধিকারী সদস্যগণ আন্দোলনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবেন। তার ভোটাধিকার থাকবে না এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। তিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, জাতীয় সমাবেশ (NA) ও বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন। তিনি বিভিন্ন উপ-কমিটিতে সদস্য হতে পারবেন এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। তিনি কোন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারেন এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন ও সদস্য-সদস্যা তালিকা নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন এবং আন্দোলনের উন্নয়নমূলক কোন প্রস্তাবনা নির্বাহী পরিষদে উপস্থাপন করতে পারেন। সম্ভব হলে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে (program) অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

৩৫. সদস্যপদঃ

৩৫.১ পূর্ণ সদস্যপদ(Full Membership)ঃ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় (HSC to post-graduate) পর্যায়ের যে কোন খ্রিস্টান ছাত্রছাত্রী এক বছর ইউনিট পর্যায়ে যুক্ত থাকার পর কাথলিক ছাত্র-ছাত্রীগণ পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করতে পারবে। ছাত্রছাত্রীদের নির্ধারিত (prescribe) ফর্মে বিশপ/স্ব স্ব ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত/খ্রিস্টান শিক্ষাবিদ/বিসিএসএম উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য/বিসিএসএম-এর যে কোন সদস্য কর্তৃক সুপারিশসহ(Recommendation) আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। এইচএসসি অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নরত অবস্থায় পূর্ণ সদস্যপদ দেয়া হবে। এইচএসসি অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই তাদের বিসিএসএম এর সঙ্গে রাখতে হবে। সহযোগী সদস্য হিসেবে এক বৎসর থাকার পর সেই সদস্য পূর্ণ সদস্য পদ এবং ভোটাধিকার ক্ষমতা পাবে।

৩৫.২ সহযোগী সদস্যপদ (Associate Membership)ঃ বিসিএসএম এর সহযোগী সদস্যপদ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় (colleges and universities) পর্যায়ের যে কোন খ্রিস্টান ছাত্রছাত্রীর জন্য উন্মুক্ত। স্ব স্ব ইউনিটে তিনটি মাসিক সভায় উপস্থিত এবং ইউনিট কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের পর সহযোগী পদের জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারীকে নির্ধারিত (prescribe) ফর্মে বিশপ/স্ব স্ব ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত/খ্রিস্টান শিক্ষাবিদ/বিসিএসএম উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য/বিসিএসএম-এর যে কোন সদস্য কর্তৃক সুপারিশসহ (Recommendation) আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। সহযোগী সদস্যের ভোটাধিকার থাকবে না। সেমিনারীয়ান যারা আগ্রহী থাকবে তাদেরকেও সদস্য পদ দেয়া হবে। অন্য মন্ডলীর খ্রিষ্টান ছাত্র-ছাত্রীগণ বিসিএসএম আয়োজিত যে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৩৫.৩ সম্মানিত/ পদাধিকারী সদস্য (Honorary Membership)ঃ যে কোন পূর্ণ সদস্যকে আনুষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনা) শেষ হওয়ার পর আন্দোলনকে সহযোগিতা ও সেবা প্রদানের জন্য সম্মানিত/ পদাধিকারী (Honorary) সদস্যপদ দেওয়া যেতে পারে। সম্মানিত/পদাধিকারী (Honorary) সদস্যপদের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সম্মানিত/ পদাধিকারী সদস্যের ভোটাধিকার থাকবে না। সম্মানিত/ পদাধিকারী সদস্য দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হবেন কিন্তু এটি নবায়নযোগ্য।

৩৬. চাঁদা ঃ

প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশীয় নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত (fixed) ২০০০/ (দুই হাজার টাকা) বাৎসরিক চাঁদা জাতীয় কার্যকরী পরিষদের কাছে প্রদান করবে। কোনো ধর্মপ্রদেশ এই চাঁদা প্রদান না করলে তাদের সদস্য পদ স্থগিত ঘোষণা করা হবে এবং তারা তাদের ভোটাধিকার হারাবে।

৩৭. সদস্যপদ বাতিলঃ

নিম্ন লিখিত কারণসমূহের জন্য সদস্যপদ বাতিল হবে-
ক) অব্যাহতি চেয়ে সেক্রেটারী বরাবর দরখাস্ত।

খ) ইচ্ছাকৃতভাবে নীতিমালায় বর্ণিত কোন আইন লঙ্ঘন এবং নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত।

গ) লিখিতভাবে অবহিত না করে (পূর্ণ সদস্যদের ক্ষেত্রে) পর পর দুইটি ধর্মপ্রদেশের ক্ষেত্রে ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশে অনুপস্থিত থাকলে।

৩৮. সদস্যপদ নবায়নঃ
ক) বাৎসরিক চাঁদা বকেয়া থাকার কারণে যাদের সদস্যপদ বাতিল হয়েছিল তাঁরা পূর্বের সকল চাঁদা ও চলতি বৎসরের চাঁদা পরিশোধপূর্বক পুণরায় আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দেয়ার মাধ্যমে নতুনভাবে সদস্যপদ লাভ করতে পারে।

খ) যারা পূর্বে স্বেচ্ছায় সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন, তাঁরা পুনরায় সকল নীতি ও আনুষ্ঠানিকতা মানিয়া সদস্যপদ লাভ করতে পারে।

গ) লিখিতভাবে অবহিত না করে (without written information) পর পর দু'বার দুইটি জাতীয় ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশে (Diocesan Assembly, DA) অনুপস্থিত থাকার কারণে যেই সকল সদস্যপদ বাতিল হয়েছিল, তারা নির্ধারিত (prescribe) ফর্মে আবেদন করে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়মিত উপস্থিত হওয়ার লিখিত নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় সদস্যপদ লাভ করতে পারে।

৩৯. পরিবর্তনঃ

নীতি মালার যে কোন ধরনের পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় সমাবেশ (NA) অনুমোদন প্রয়োজন হবে এবং উক্ত পরিবর্তন পাশ করতে হবে সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভোটে। পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবনা জাতীয় সমাবেশ (NA) নোটিশের সাথে সরবরাহ করে সকল সদস্যের মধ্যে বিলি করতে হবে। নীতিমালা পরিবর্তনের পূর্বে উপদেষ্টা কমিটির সাথে আলাপ করে নিতে হবে।

৪০. বিলুপ্তিঃ

ক) উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে ভিত্তিতে বিশেষ সাধারণ সভায় আন্দোলনের বিলুপ্তি ঘটতে পারে এবং এ সভার জন্য সদস্যদের মাঝে ৩০ দিন পূর্বে নোটিশ সরবরাহ করতে হবে।

খ) কোরামের তিন চতুর্থাংশ নিয়মিত সদস্য মিলে বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত নিবে।

গ) এই ধরনের সভায় যদি সভারম্ভের এক ঘন্টার মধ্যে নির্ধারিত কোরাম পূরণ না হয় তবে সভা পরবর্তী সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন, সময়, তারিখ ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সভার জন্য কোনরূপ কোরাম প্রয়োজন হবে না।

ঘ) এ ধরনের সভায় যদি আন্দোলনের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয় তবে বিসিএসএম -এর সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি বিশপ মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

৪১. সাধারণ ঃ

কোন নির্দিষ্ট বিষয় যদি এই নীতিমালায় উল্লেখ না থাকে তবে নির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।